গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)।
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	বিভাগ-৮টি, জেলা-৩০টি, উপজেলা- ১৫৪টি ও ইউনিয়ন-১,২০১টি

৫. **অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা):**

মূল প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	মূল বাস্তবায়নকাল	সংশোধিত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
২৮০৯৪.০০ জিওবি: ৪০৬২.৫০ প্রঃসাঃ ২৪০৩১.৮০ (ইউএনডিপি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)	৩১৮৯৫.১৪ জিওবি: ৪৪৪০.৩১ প্রঃসাঃ ২৭৪৫৪.৮৩ (ইউএনডিপি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)	জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯	জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২২	৩০৫১৪.৮১	জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২২

৬. **ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:** প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩০৫১৪.৮১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৫.৬৭% লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.৬৭%।

৭. **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

সামগ্রিক উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা।

৮. **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:**

ক. দেশের সমতল এলাকায় সুসংগঠিত গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় বিরোধ নিরসন পদ্ধতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করণের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারিক চাহিদা পূরণ এবং যথাযথ আইনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সংবেদনশীল করা।

খ. স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার চাইতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে ও স্বচ্ছতার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

৯. **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- প্রকল্পের মেয়াদান্তে নতুন নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে গ্রাম আদালতকে সক্রিয়ভাবে কার্যকরী করতে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা এবং দক্ষতার উন্নতিসাধন করা। (যেমন ১০৮০ ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব এএসিও ও গ্রাম পুলিশকে গ্রাম আদালতের উপর মৌলিক ও রিফ্রেশনার প্রশিক্ষণ প্রদান)
- গ্রাম আদালতের দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইনী কাঠামো নীতিমালা পুনঃসংশোধন করা;
- গ্রাম আদালতের পারফরমেন্স পদ্ধতিমাফিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় উপকারভোগীদেরকে গ্রাম আদালতের ভূমিকা এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করা;
- গ্রাম আদালত সম্পর্কিত প্রামাণিক তথ্য এবং জ্ঞান-ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করা।

১০. **প্রকল্পের আওতায় অর্জিত অগ্রগতি:**

মুদ্রণ ও বাঁধাই: প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত ডকুমেন্ট/পাবলিকেশন মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে- (ক) গ্রাম আদালতের ফরম ও রেজিস্টার, সাইনবোর্ড, ডিজিটাল সাইনবোর্ড, বিল বোর্ড, ব্যানার, (খ) গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (৭০০ কপি), প্রশিক্ষণ ফ্লিপচার্ট (২৫০ কপি), গ্রাম আদালত পরিচালনা ম্যানুয়াল (২,৮০০ কপি), জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক কৌশলপত্র ও জেন্ডার গাইডলাইন, (গ) প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯) (৩,২০০ কপি), (ঘ) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ সহজ পাঠ (২০,০০০ কপি), গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (Frequently Ask Question) নামক পুস্তিকা (৩,০০০ কপি), গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত শিক্ষণীয় চার্ট, বিচারিক প্রক্রিয়া ও সাফল্যের কাহিনী সম্বলিত নিউজলেটার 'উচ্ছ্বাস', (ঙ) কেস স্টোরি বুক, প্রকল্পের রেজাল্টস রিফ্লেকশন নামক লিফলেট। এছাড়া, গ্রাম আদালত ও তার বিচারিক সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন পোস্টার, পুস্তিকা, নিউজলেটার, জেন্ডার কমিটমেন্টস, ব্রশিউর, গ্রাম আদালত আইন ও বিধি সম্পর্কিত বুকলেট, পকেট কার্ড, নোট প্যাড, ফোল্ডার, ফেস্টুন ইত্যাদি। (চ) অধিকন্তু, গ্রাম আদালত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের উপর ভিডিও লার্নিং এইড তৈরি করা হয়েছে এবং ১ মিনিটের টিভিসি প্রস্তুত করে তা নিয়মিত জাতীয় পর্যায়ের মোট ৬টি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।

প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়: জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা, ক্ষুদে বার্তা ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম আদালত ও তার বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এতে ১০ কোটি মানুষ গ্রাম আদালত সম্পর্কে জেনেছে।

প্রশিক্ষণ: ২য় পর্যায়ের প্রকল্পটিতে প্রশিক্ষণ খাতে ২৩৫৬টি কোর্স পরিচালনার জন্য ২৩২৩.৯৫ লক্ষ টাকা ধরা ছিল । এর বিপরীতে ২১৩০টি কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৬৫.১৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করা হয়েছে:

(ক) ***'গ্রাম আদালত' বিষয়ক প্রশিক্ষণ:*** প্রকল্প কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২৭ জেলায় ২টি জেলা প্রশিক্ষণ দল (ডিটিপি) তৈরি করা হয়েছে। মাস্টার প্রশিক্ষক দ্বারা ডিটিপি সদস্যদেরকে (৪৪৭ জন) টিওটি (প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ) প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার ডিটিপি সদস্যদের দ্বারা ২৭টি জেলায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১,০৮০ ইউনিয়নের সর্বমোট ২৭,৩৬৭ জনকে (ইউপি চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য, গ্রাম পুলিশ, গ্রাম আদালত সহকারী) 'গ্রাম আদালত পরিচালনা'এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ***ডিএমআইই পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ:*** প্রকল্পভুক্ত ২৭ জেলার ১২৮টি উপজেলায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (DMIE) পদ্ধতির উপর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৩,৬৯২ জন অংশগ্রহণকারী (ইউপি চেয়ারম্যান- ১,০৪০ জন, ইউপি সচিব-১,০৩২ জন, হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর -৩৮২ জন, গ্রাম আদালত সহকারী - ১,০০৬ জন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-২৩২ জন) অংশগ্রহণ করেছে যার মধ্যে ১৮% নারী।

(গ) ***এমএন্ডই এর উপর প্রশিক্ষণ:*** মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ১৯১ জন স্টাফকে 'প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন' বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী এবং ৬৮ জন স্টাফকে 'প্রকল্পের গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ' বিষয়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ***পিএমআইএস ও ভিসিএমআইএস এর উপর প্রশিক্ষণ:*** ৬৫ জন স্টাফকে 'প্রকল্পের ওয়েবভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (PMIS)' উপর ২ দিন ব্যাপী এবং নির্বাচিত ৫৭টি ইউনিয়নের হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ইউপি সচিবকে 'ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (VCMIS)'- এর উপর ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) ***মামলা ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ:*** পার্বত্য জেলার প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৪,২৭৩ জন হেডম্যান, কার্বারী, ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিবকে (নারী-১৩%) প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার অধীনে মামলা ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণের উপর এবং নির্বাচিত ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের ৯৮ জন ইউপি চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব ও গ্রাম আদালত সহকারীকে (নারী-২১%) গ্রাম আদালত এর উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(চ) ***পপুলার থিয়েটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ:*** প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পপুলার থিয়েটার বিষয়ে যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ দিন মেয়াদী ১২টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যেখানে ৩৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছেন (নারী-৫১%)। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের দ্বারা ৭২টি পপুলার থিয়েটার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৪,৩৩৯ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন (নারী- ৫৮%)

বৈদেশিক ভ্রমণ/স্টাডি ট্যুর: প্রকল্পের আওতায় ২টি বৈদেশিক ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমটি প্রকল্পের সমভূমি এলাকার আওতায় ফিলিপাইনে ও দ্বিতীয়টি প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আওতায় ভারতে এ ভ্রমণ সম্পন্ন হয়।

আয়োজিত সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপসমূহ:

- ২৭টি জেলায় বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা (অংশগ্রহণকারী জেলা দায়রা জজ, জুডিশিয়ারী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারসহ ৮৭৫ জন)।
- ২৭টি জেলায় সাংবাদিকদের সাথে ২৭টি গ্রাম আদালত বিষয়ক কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকসহ ১১০০ জন)।
- বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা প্রশিক্ষণ পুলের সদস্যদের সাথে রিফ্লেকশন কর্মশালা ৮টি।জেলা পর্যায়ে জেন্ডার ও গ্রাম আদালত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সচেতনীকরণ কর্মশালা।
- বিভাগীয় পর্যায়ে জেন্ডার ও মানবাধিকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে সচেতনীকরণ কর্মশালা ।
- বিভাগীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালত বিষয়ক কর্মশালা ৮টি।
- জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ে কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা ।
- নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে গ্রাম আদালত বিষয়ে কর্মশালা ।
- গ্রাম আদালত বিষয়ে যুব কর্মশালা ।
- উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও উপজেলা নির্বাহী পরিচালকদের নিয়ে পরিচিতিমূলক কর্মশালা ৩টি ।
- জাতীয় পর্যায়ে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও ডিএফদের সাথে ৩টি প্রজেক্ট রিফ্লেকশন কর্মশালা ।
- জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালত সম্পর্কে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক ১টি কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী ১৩৩ জন) ।
- জাতীয় পর্যায়ে ১টি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা ।
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালীকরণে গ্রাম আদালত ও গ্রাম আদালতের আইনী সেবার উপর বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মত বিনিময় কর্মশালা (স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি, জেলা আইন সহায়তা কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ অংশগ্রহণকারী ২৬,০০০ জন) ।
- জাতীয় পর্যায়ে প্রজেক্ট রিফ্লেকশন (স্থায়ীকরণ, শিখন এবং ভবিষ্যত করণীয়) কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী মোট ২২২ জন)।
- প্রকল্পের মাধ্যমে উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, মাল্টিমিডিয়া ড্রামা শো, যুব কর্মশালা ও র‍্যালী আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ১৬ হাজার স্থানীয় লোককে (নারী ৫৮%) গ্রাম আদালতের উপর সচেতন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪৯৪টি নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৬,৯০০ অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।
- প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রাম আদালত ও তার বিচারিক সেবা -এর উপর ১টি সংবেদনশীল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ৫০ জন স্থানীয় লোক অংশগ্রহণ করেছেন (নারী- ২০%)।
- ২৭টি জেলায় এবং ১২৮টি উপজেলায় গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি (ভিসিএমসি) এর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কনসালটেন্সি: প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি (VCMC) গঠন সংক্রান্ত পরিপত্র সংশোধন, প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PMIS) তৈরি, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ সংশোধন, স্থানীয় সরকার বিভাগের মইই অনুবিভাগের পরিবীক্ষণে সহায়তাকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ডকুমেন্ট তৈরি ও প্রকাশনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

জরিপ: বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় মোট ৮টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্পের সমভূমি এলাকায় নিয়োগকৃত ফার্ম-Innovation for Poverty Action (IPA) কর্তৃক ২টি জরিপ (বেইজলাইন ও এন্ড লাইন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি (বেইজলাইন, এন্ড লাইন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ মোট ৬টি) জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের সমভূমি এলাকায় প্রকল্পের লেসনস লার্নিং, নারীর ক্ষমতায়নের উপর গ্রাম আদালতের প্রভাব এবং গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টির উপর সমীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য আরও ৩টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

খ. **পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):**

১১.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গিভত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১১.৩ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.৫ প্রকল্পের তাওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.৭ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

১১.৮ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.৯ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করতে হবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে;

১১.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথা-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

১১.১১ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্খিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

১১.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মৌশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১১.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন কর্মপরিকল্পা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১.১৪ প্রকল্পের স্থানীয়/বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ যথাযথ হয়েছে কিনা তা, তাদের কার্যপরিধি সঠিক আছে কিনা, পরামর্শকগণ যথাযথভাবে কাজ করতে পারছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;

১১.১৫ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে তা যথাযথ ছিল কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে;

১১.১৬ প্রকল্পের ইনটারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পাদিত হয়ে থাকলে তার প্রকৃতি ও স্বরুপ নিয়ে পর্যালোচনা থাকতে হবে;

১১.১৭ প্রকল্পের পিসিআর মূল্যায়ন করা হয়ে থাকলে তার উপর একটি পর্যালোচনা থাকতে হবে;

১১.১৮ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদাতাদের মোবাইল নাম্বার, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি সম্ভব হয়) সংগ্রহের পাশাপাশি FGD ও KII করার ভিডিও তৈরি করে অত্র বিভাগে জমা দিতে হবে, যা প্রমাণক হিসেবে গণ্য হবে;

১১.১৯ গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ পুনঃসংশোধনের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ যথাযথ ছিল কিনা তা প্রতিবেদনের উপস্থাপন করতে হবে;

১১.২০ গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর প্রস্তাবিত সংশোধনী যথার্থ ছিল কিনা তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করতে হবে;

১১.২১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

১২. **<u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:</u>**

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
২.	(ক) টিম লিডারঃ	আইন/পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন /ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ/সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার।	• গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ৩ (তিন)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা; • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য,কার্য ও সেবা), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উপর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; • "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি ২০২২ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে; • রিপোর্ট প্রণয়নে ও উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৩টি পাবলিকেশন থাকতে হবে।

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	(খ) আইন বিশেষজ্ঞঃ	আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার।	• আইন গবেষণা কাজে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা; • স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা; • রিপোর্ট প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হবে; • গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
	(গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	ডেভেলমেন্ট স্ট্যাডিজ/অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজ কল্যাণ বিষয়ে ন্যুনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও কম্পিউটার পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে।
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে নুন্যতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; • বিভিন্ন Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা। • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও কম্পিউটার পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে।

১৩. **<u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:</u>**

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে
৪.	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১৪. **<u>ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:</u>**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।